সাম্প্রতিক সময়ে ডাল গবেষণা কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সাফল্য

১	জিংক ও আয়রন সমৃদ্ধ বারি মসুর-৮ জাতের উদ্ভাবন ও প্রজনন বীজ বর্ধন কর্মসূচী (চলমান)।	
২	সবজী ও ডাল হিসাবে ব্যবহার উপযোগী বারি মটর-২ জাতের উদ্ভাবন।	
৩	বরেন্দ্র অঞ্চলে চাষ উপযোগী ও খরা সহিষ্ণু বারি ছোলা-১০ জাত উদ্ভাবন।	
৪	বারি মাস-৪ জাত উদ্ভাবন।	
৫	সাথী ফসল হিসাবে চাষ উপযোগী বারি মটর-৩ জাত উদ্ভাবন।	
৬	মসুরের পাতা ঝলশানো রোগ দমনে ফুল আসার সময় সিকিউর ৬০০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে রোভরাল ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে/উভয়ের মিশ্রণ সাত দিন পর প্রয়োগ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।	
৭	মটর চাষের জন্য অনুমোদিত ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি এর সাথে জিংক ৩ কেজি/হেক্টর এবং বোরন ১. ৫ কেজি/হেক্টর শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।	
৮	মুগের ফুলের থ্রীপস পোকা কার্যকরীভাবে দমনের জন্য গাছের পুষ্পায়ন দশায় সবগুলো গাছের ফুল ফোটা মাত্র ইমিডাক্লোরোপিড জাতীয় কীটনাশক (ইমিটাফ ২০ এসএল বা অন্য নামের) প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ এমএল হারে মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে দিতে হবে।	
৯	মুগের ফুল ও ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনের জন্য- এদের আক্রমন দেখামাত্র থায়ামিথক্সাম ও ক্লোরানিলিপ্রোল এর মিশ্রণ কীটনাশক যেমন ভিরতাকো ৪০ ডাব্লিওজি বা অন্য নামের প্রতি লিটার পানিতে ০.১৫ গ্রাম হরে মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে দিতে হবে।	

১০.	জমিতে মসুরের বীজ বোপন করার পর মাটি ভেজা থাকা অবস্থায় অথবা বীজ বপনোত্তর সেচ দিয়ে পানিডা-৩৩ ইসি (পেন্ডিমেথালিন, @ ৩ লিটার/হেক্টর) প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলিলিটার হারে স্প্রে করে মাটি ভালোভাবে ভেজিয়ে দিতে হবে। এই আগাছা নাশক প্রয়োগে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ পর্যমত্ম সরম্ন পাতা বিশিষ্ট বা ঘাস জাতীয় আগাছা (যেমন-আঙ্গুলী, Āুদে শ্যামা, দূর্বা, চাপড়া, কাকপায়া ইত্যাদি), ৩৫-৪০ ভাগ পর্যমত্ম প্রশসত্ম পাতা বিশিষ্ট আগাছা (যেমন- বথুয়া,শাকনটে, দুধিয়া ইত্যাদি) এবং ১৫-২০ ভাগ পর্যমত্ম সেজ (যেমন- মুথা) জাতীয় আগাছা দমন হয়ে থাকে।	
১১.	মুগের আগাছা দমনের জন্য চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর উইডনিল নামক আগাছানাশক ১.৫ মি.লি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করলে সহজেই সরূপাতা জাতীয় আগাছা দমন করা যায়।	
১২.	অধিক ফলনশীল ও সুস্বাদু বারি হাইব্রিড পটল-১ জাতের উদ্ভাবন।	
১৩.	অধিক ফলনশীল, সুস্বাদু, তিক্ততাবিহীন, রসালো ও নাবি জাত হিসাবে প্রসত্মাবিত বারি বাতাবিলেবু-৬ (CG Isd-001) নামে অবমুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে ।	
১৪.	বছরে পাঁচ ফসল ভিত্তিক শস্য বিন্যাস উদ্ভাবন (আলু-লালশাক-মুগ-রোপা আউশ -রোপা আমন) যা অধিক লাভ জনক প্রযুক্তি।	
১৫.	দুই লাইন পটলের মাঝে আমত্মঃফসল হিসাবে তিন লাইন মসুর এবং পরবর্তীতে সাথী ফসল হিসাবে দুই লাইন হলুদ চাষ করলে অধিক লাভ হয়।	
১৬.	মুখীকচুর প্রতি দ্বৈত সারির মাঝে দুই সারি তিলের চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন।	
১৭.	সরিষা ফসলে হোয়াইট মোল্ড রোগ দমনে ফলিকুর ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ এমএল হিসাবে ৭ দিন পরপর তিনবার স্প্রে প্রয়োগ করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।	